(৪) প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবাও গুরুত্ব পায়। শিশু ও মহিলারা যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে সেদিকে লক্ষ্য থাকে।

(৫) কৃষি, ক্ষুদ্রসেচ, পুনর্বাসন (rehabilitation), গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, অকৃষিভিত্তিক ব্যবসা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, যাতে প্রথম ও তৃতীয় স্তরে অর্থনৈতিক কাজের লাভজনক প্রসার ঘটে।

(৬) বনভূমি ও ঊষর জমির (wasteland) প্রাধান্য যেখানে বেশি সেখানে বনায়ন (forest regeneration) প্রকল্প, ঊষর জমি উন্নয়ন (wasteland development) উদ্যোগ, বাঁশের চাষ বৃদ্ধি, ভেষজ উদ্ভিদের চাষ প্রভৃতি উদ্যোগ প্রাধান্য পায়।

(৭) শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে হাঁস-মুরগি পালন (Poultry), দোহ-কাজ (dairying), ফলফুলের চাষ (horticulture) বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগগুলি সফলভাবে রূপায়িত হলে প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের উপার্জনের সুযোগ বাড়ে। ফলে দারিদ্র হ্রাস পায়।

০৩ বেকারত্ব বা কর্মহীনতা *(Unemployment)*

কাজ বা নিযুক্তির যোগ্যতাসম্পন্ন এবং কাজ করতে ইচ্ছুক মানুষ যখন কোনো কাজ বা নিযুক্তির সুযোগ পায় না, তখন সেই অবস্থাকে বেকারত্ব বা কর্মহীনতা বলে।

■ **বেকারত্বের কারণ** ঃ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে কর্মহীনতা বা বেকারত্বের অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেমন —

(১) বাজারে কার্যকরী চাহিদার অভাব হলে বেকারত্ব ঘটে। অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রী ও পরিসেবার চাহিদা কমলে ওই কাজের সঙ্গে জড়িত মানুষেরা বেকার হয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিযুক্তির সুযোগ হ্রাস পায়। ফলে নিযুক্তির যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ নিযুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

(২) শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার তুলনায় প্রকৃত মজুরির হার বেশি হলে কারবারে মুনাফা কমে। ফলে নিযুক্তি কমে ও বেকারত্ব ঘটে।

(৩) শ্রমিকের চাহিদাসম্পন্ন বাজার ও শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থানের মধ্যে যোগাযোগ ও পরিবহনের অভাব হলে বাজারে শ্রমিকের যোগান কমে ও বেকারত্ব বাড়ে।

(৪) বাজারে শ্রমিকের মনোমত কাজের অভাব হলে বেকারত্ব ঘটে।

■ **বেকারত্ব নিবারণের উপায়** ঃ বেকারত্ব নিবারণের উপায় হল —

(১) বাজারে দ্রব্য ও পরিসেবার চাহিদা বৃদ্ধি করা। এজন্য দ্রব্য ও পরিসেবার গুণমান বাড়ানোর পাশাপাশি উপভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়।

(২) শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রকৃত মজুরির হার কমানো সম্ভব হলে বেকারত্ব হ্রাস পায়। এই উদ্দেশ্যে নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় ব্যবহার, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্তির বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। ফলে বেকারত্ব কমে।

(৩) শ্রমিকের চাহিদাসম্পন্ন বাজার ও শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থান অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে শ্রমের সুযোগকে শ্রমিকের কাছে অথবা শ্রমিককে শ্রমের বাজারের কাছে আনা যায়। ফলস্বরূপ বেকারত্ব কমে।

(৪) উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন ও লাভজনক ধ্যানধারণার জোগান বাড়লে শ্রমিক মনোমত কাজের সন্ধান পায়। ফলে বেকারত্ব হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে বেকারত্ব কমান একান্ত জরুরি।

০৪ কর্মে নিযুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণ *(Work Participation)*

কাজে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো মানুষ যখন শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পায় তখন শ্রমিকের এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের ঘটনাকে কর্মে নিযুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণ বলে।

১৯.৬.৪.১ অসংগঠিত ও সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক

শ্রমিক উপার্জনের উদ্দেশ্যে দু'ধরনের ক্ষেত্রে যোগ দিতে পারে, যথা — (১) অসংগঠিত ক্ষেত্র (unorganised sector এবং (২) সংগঠিত ক্ষেত্র (organised sector)।

অসংগঠিত ক্ষেত্র বলতে শ্রমের সেই ক্ষেত্র (sector)-কে বোঝায় যেখানে শ্রমিকের নিযুক্তি কোনো বিধি অনুসারে নিয়মমাফিক হয় না এবং শ্রমিকের মজুরি প্রদানেরও কোনো আইনানুগ, বিধিসম্মত সুনিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য উপায় নেই। অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরির কোনো বেতন কাঠামো নেই। মজুরি বৃদ্ধির কোনো সময়ভিত্তিক ব্যবস্থা নেই এবং শ্রমিকের নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো লিখিত নির্দেশ ও ফরমান নেই। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অসংগঠিত শ্রমিক বলে। এশিয়া ও আফ্রিকায় গড়ে ৮০% ও ভারতে প্রায় ৯৩ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযক্ত রয়েছে। যেমন—ইটভাটার কাজ, হোটেল-রেস্তোঁরায় ফাইফরমাস খাটার কাজ, দোকানে মজুরের কাজ, রাস্তাঘাট মেরামতি, বাড়িঘর নির্মাণে মজদুর ও মিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি হল অসংগঠিত ক্ষেত্রের উদাহরণ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের অসংগঠিত শ্রমিক বলে। এই শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা GNP-তে নথিভুক্ত করা হয় না।

পক্ষান্তরে **সংগঠিত ক্ষেত্রে** নিয়োগ ও মজুরির বিধিসম্মত ব্যবস্থা আছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা GNP-র অন্তর্ভুক্ত হয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রমিক বলা হয়।

১৯.৬.৪.২ শ্রমিকের নিযুক্তি

শ্রমিক অর্থনৈতিক কাজের (economic activity) **পাঁচটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারে,** তাহল — (১) প্রথম স্তরের (Primary)) কাজ (যেমন — কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ, গো-পালন); (২) দ্বিতীয় স্তরের (secondary) কাজ (যেমন — শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নির্মাণ); (৩) তৃতীয় স্তরের (Tertiary) কাজ (যেমন — বিভিন্ন পরিসেবার কাজ অর্থাৎ বিমা, ব্যাংক, পরিবহন, যোগাযোগ, ভূসম্পত্তি কেনাবেচার কাজ); (৪) চতুর্থ স্তরের (Quaternary) কাজ (যেমন — ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল-এর কাজ) এবং (৫) পঞ্চম স্তরের (Quinary) কাজ (যেমন — বিশেষজ্ঞ ও উচ্চপদে আসীন আমলা বা প্রশাসকের কাজ)। সাধারণত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের কাজকে এক কথায় সেবা বা পরিসেবা ক্ষেত্র বলা হয়।

১৯.৬.৪.৩ ভারতীয় শ্রমিকের শ্রেণিবিভাগ

ভারতের সেন্সাস (জনগণনা) বিভাগ শ্রমিকদের দু'টি ভাগে ভাগ করে, যথা — (১) **মূল বা প্রধান শ্রমিক (Main Workers)** অর্থাৎ যারা কোনো নির্দিষ্ট বছরে ছয় মাস বা ১৮৩ দিনের বেশি নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে অর্থ উপার্জন করেছে এবং (২) **প্রান্তিক শ্রমিক (Marginal Workers)** — যারা সংশ্লিষ্ট বছরে ছয় মাস বা ১৮৩ দিনের কম নিযুক্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেয়েছে।

১৯.৬.৪.৪ মহিলা শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য

শ্রমিকের শ্রমের কোনো বিভাজন না থাকলেও বিশেষত **উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুরুষ শ্রমিক ও মহিলা শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।** মহিলা শ্রমিকেরা মজুরি কম পায়। বিপজ্জনক ও দৈহিক শ্রমনির্ভর কাজ করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন ধরনের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

১৯.৬.৪.৫ শ্রমিকের বয়সভিত্তিক অংশ এবং জনসংখ্যা ও শ্রমিকের সম্পর্ক

দেশের ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী জনসংখ্যাকে **কর্মক্ষম** বলা হয়। এই জনসংখ্যার প্রত্যেকে কর্মে নিযুক্ত হতে পারে বা নাও হতে পারে। ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী জনসংখ্যাকে মোট শ্রমশক্তির (Labour Force — LF) সাপেক্ষে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা — (১) কর্মহীন শ্রমিক বা বেকার অর্থাৎ কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক কিন্তু কাজে অনিযুক্ত মানুষ (U), (২) কর্মে সক্রিয় ভাবে নিযুক্ত মানুষ (E) এবং (৩) সাবালক কিন্তু উচ্চ শিক্ষা, বিবাহ, চিকিৎসা ইত্যাদি অন্যান্য কারণে কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত নয় এমন মানুষ (VU)। এই তৃতীয় বা VU শ্রেণির মানুষকে শ্রমশক্তির পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

সুতরাং, মোট শ্রমশক্তি (LF) = (U + E)

[সংশ্লিষ্ট সংকেতের অর্থ উপরে আলোচিত হয়েছে]

১৯.৬.৪.৬ কর্মে নিযুক্তির মাধ্যমে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার

একে ইংরেজিতে লেবার ফোর্স পার্টিসিপশন রেট (Labour Force Participation Rate সংক্ষেপে 'p') বলা হয়। সংজ্ঞা অনুসারে, কর্মে নিযুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণের হার বলতে মোট শ্রমশক্তির (LF)-এর সাপেক্ষে কর্মে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ১৫-৫৯ বছরের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বয়সী জনসংখ্যার অনুপাতকে বোঝায়। এই হিসাবকে শতকরা এককে (%) প্রকাশ করা হয়। সূত্র অনুসারে,

$$P = (LF / LF_a) \times ১০০$$

যেখানে, LF = মোট শ্রমশক্তি

LF_a = ১৫-৫৯ বছরের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বয়সী শ্রমশক্তি (অর্থাৎ জনসংখ্যা), যারা কর্মে নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক

১৯.৬.৪.৭ কর্ম নিয়োগের হার

একে ইংরেজিতে এমপ্লয়মেন্ট রেট (Employment Rate সংক্ষেপে 'e') বলা হয়। সংজ্ঞা অনুসারে, কর্মনিয়োগের হার হল কর্মে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত মানুষের (E) সংখ্যার সাপেক্ষে ১৫ - ৫৯ বছরের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বয়সী, কর্মে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক, শ্রমশক্তির (LF_a) শতাংশের ভিত্তিতে প্রকাশিত অনুপাত। সূত্র অনুসারে

$$e = (E / LF_a) \times ১০০$$

[সংশ্লিষ্ট সংকেতের অর্থ উপরে আলোচিত হয়েছে]

১৯.৬.৪.৮ কর্মহীনতা বা বেকারত্বের হার

একে ইংরেজিতে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট (Unemployment Rate সংক্ষেপে 'u') বলে। সংজ্ঞা অনুসারে কর্মহীনতার হার হল কর্মহীণ শ্রমিক সংখ্যা (U) এবং মোট শ্রমশক্তি (LF)-এর শতাংশের ভিত্তি প্রকাশিত অনুপাত। সূত্র অনুসারে,

$$u = (U / LF) \times ১০০$$

[সংশ্লিষ্ট সংকেতের অর্থ উপরে আলোচিত হয়েছে]

১৯.০৭ বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রভাব (Economic Impact of Globalisation)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাজের পরিধি নিজের দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে অন্য কোনো এক বা একাধিক দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে **বিশ্বায়ন** বা ইংরেজিতে গ্লোবালাইজেশন (Globalisation) বলে। অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD)-এর দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে, বিশ্বায়ন বলতে কোনো দেশের উৎপাদন শিল্প ও পরিসেবার কাজ (যথা — গবেষণা ও উন্নয়ন), উৎপাদনের উপাদানের অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং আয়-বিভাজন প্রভৃতি কাজকে যখন সারা পৃথিবীতে ভৌগোলিক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন কোনো দেশের গন্ডির বাইরে অর্থনৈতিক কাজের সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াকে বিশ্বায়ন বলে।

আন্তর্জাতিক প্রভাব ঃ

(১) বিশ্বায়নের প্রথম ধাপ হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ। আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমানার বাইরে এর ফলে অর্থনৈতিক কাজ ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বার্ষিক বৃদ্ধি হার, বিশ্বের মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি হারের তুলনায় বেশি হয়। কারণ বিশ্বায়ন ও আন্তজার্তিক বাণিজ্যে মুনাফার সুযোগ খুব বেশি।

(২) বিশ্বায়নের মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্থার (Multi National Companies সংক্ষেপে MNC) জন্ম হয়। এই সংস্থাগুলি বিদেশে ওই দেশের বিনিয়োগের পরিবেশ (investment environment) অনুযায়ী ১০০ শতাংশ বা তার কম বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন কোনো একক সংস্থা বা যৌথ অংশীদারী কারবারে অংশ গ্রহণ করে। (যেমন — টাটা স্টিল একটি একক সংস্থা আবার ভারতের মারুতি-সুজুকি কোম্পানিতে জাপানের সুজুকি মোটর কোম্পানির শেয়ার প্রায় ৫৬ শতাংশ)।

(৩) বিশ্বায়নের মাধ্যমে দেশি সংস্থার কাজ প্রয়োজনীয় লাইসেন্স-এর মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিদেশে দরকারি অর্থের-সংস্থান করতে হয়। ফলে বিদেশি বিনিয়োগের (Foreign Direct Investment সংক্ষেপে FDI) পরিমাণ বাড়ে। অর্থনীতি মজবুত হয়। ভারত বর্তমানে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ FDI অনুমোদন করেছে। এর ফলে আলোচ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ফরাসি কোম্পানি, নরওয়ের কোম্পানি, ইজরায়েলের কোম্পানিগুলি যোগ দিতে পারে।

(৪) বিশ্বায়নের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্তি হার (Employment Rate) বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

(৫) বিশ্বায়নের হাত ধরে MNC-গুলির মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির আমদানি ঘটে।

(৬) বিশ্বায়নের মাধ্যমে আহ্বায়ক দেশের কর ব্যবস্থা সহজ হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণমান বাড়ে। রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

(৭) দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বিশ্বায়ন একটি লাভজনক এবং উন্নয়নমুখী প্রক্রিয়া। তবে স্বল্পমেয়াদে অলাভজনক ক্ষেত্রে MNC-তার কারবার গুটিয়ে নিলে সাময়িকভাবে স্থানীয় স্কেলে বেকারত্বের হার (Unemployment Rate) বাড়ে। বিদেশী পুঁজি হ্রাস পায়।

১১.০৮ মানব উন্নয়ন (Human Development)

ইংরেজি 'ডেভেলপমেন্ট' (Development) শব্দের অর্থ 'উন্নয়ন'। উন্নয়ন বলতে কোনো জিনিসের পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ক্রমবিকাশকে বোঝায়। পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।

মানব উন্নয়ন (Human Development) কথাটির অর্থ হল মানুষের ক্ষমতা ও কাজের প্রসার ঘটিয়ে মানুষকে দীর্ঘ, সুস্থ ও সৃষ্টিশীল জীবন গড়ে তোলার জন্য বেশি সুযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Human development is a process of expanding human choices by enabling people to enjoy long, healthy and creative lives by expanding human capabilities and functionings)। জাতীয় আয় বৃদ্ধির চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল মানব উন্নয়ন।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের স্ব-ক্ষমতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের স্বাধীন, স্ব-ক্ষম, বঞ্চনাহীন অবস্থা হল মানব উন্নয়নের আদর্শ অবস্থা।

United Nations Development Programme-এর অধীনে ১৯৯০ সাল থেকে মানব উন্নয়নের উপর নিয়মিত সমীক্ষা চালানো হয় এবং সেই সমীক্ষা-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ প্রতি বছর "Human Development Report" নামে প্রকাশিত হয়। মানুষের উন্নতি বা উন্নয়নকে তিনটি দিক থেকে বিচার করা হয়, যেমন — আয়ু, জ্ঞান ও জীবনধারণের ন্যূনতম মান। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি দেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু (life expectancy); বয়স্ক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা, আয়-সংক্রান্ত তথ্য, স্ত্রী-পুরুষের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়।